হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মাইকে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত শিবিরের হামলা, আতঙ্ক

দিনাজপুর অফিস ●

মাইকে ঘোষণা দিয়ে গতকাল বুধবার সকালে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিনাজপুরে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়েছেন জামায়াত-শিবিরসহ ১৮ দলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা ব্যাপক ভাঙচুরসহ টিএসসি ও ছাত্রলীগের কর্মী- শিক্ষার্থীদের কক্ষে আগুন দেন।

হামলাকারীদের তাণ্ডবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চরম আতঙ্কে পড়লেও জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায়নি বলে অভিযোগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন বাঁশেরহাট এলাকার মসজিদের মাইকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে আক্রমণের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরই প্রায় তিন শতাধিক জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা বড় বড় ছুরি, সামুরাই, রামদা, চায়নিজ কুড়াল, লাঠিসোঁটাসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে দিতে ক্যাম্পাসে ঢোকেন।

হামলাকারীরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ড. ওয়াজেদ ভবন ও জিমনেসিয়ামে হামলা চালিয়ে ভবন দুটির দরজা-জানালাসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। এরপর তাঁরা প্রশাসনিক ভবন, নূর হোসেন হল ও টিএসসিতে হামলা চালান।

শিবিরের কর্মীরা হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের কমপক্ষে ২০টি কক্ষ ও টিএসসিতে ভাঙচুর শেষে আগুন ধরিয়ে দেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে তাণ্ডব চালিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়েন হামলাকারীরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, শিবিরের আক্রমণের সময় আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা চিৎকার-কান্নাকাটি করতে থাকেন। তাঁরা দিগ্‌বিদিক পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের রক্ষায় কেউ এগিয়ে আসেনি।

উপাচার্য রুহুল আমিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকাল ১০টার সময় তিনি জেলা প্রশাসককে ফোন করে নিরাপত্তা ও সাহায্য চান। কিন্তু কেউ আসেনি। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ শেষে হামলাকারীরা চলে যাওয়ার দেড় ঘণ্টা পর পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা ক্যাম্পাসে আসেন।

জেলা প্রশাসক আহমদ শামীম আল রাজী জানান, উপাচার্যের ফোন পাওয়ার পর পরই তিনি পুলিশ ও বিজিবিকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। কিন্তু রাস্তায় গাছের গুঁড়ি, ইট ফেলে আগেই হামলাকারীরা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখায় যথাসময় তাঁরা আর ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পারেননি।